বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণের বিলম্বে বাড়ছে অবৈধ বিক্রি

এম এইচ রবিন
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

বিনামূল্যের পাঠ্যবই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। শিক্ষাবর্ষের প্রথম মাস অতিবাহিত হয়ে দ্বিতীয় মাসের প্রথম সপ্তাহের শ্রেণিপাঠ চলছে স্কুলগুলোয়। বইহীন শ্রেণিপাঠে ঘটছে বিঘœ। ফলে বইগুলোর অনলাইন পিডিএফ আর বাজারে নকল বইয়ের (পাইরেটেড কপি) চাহিদা বেড়েছে। বিক্রি অননুমোদিত এসব বইয়ের খোলাবাজারে ব্যবসা করছেন কতিপয় মৌসুমি বিক্রেতা। বাজারে বই যাওয়ার সঙ্গে কতিপয় শিক্ষা কর্মকর্তা এবং প্রেস কে দায়ী করছে এনসিটিবি। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যে সব শ্রেণির শতভাগ বই বিতরণের চেষ্টা চলছে।

UNIBOTS

এনসিটিবির তথ্যানুযায়ী, এ বছর সারাদেশে চার কোটির মতো শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৪০ কোটি ১৫ লাখ বই ছাপানো হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ২২ কোটি বই এখনও সরবরাহ হয়নি। মাধ্যমিকে (মাদ্রাসার ইবতেদায়িসহ) বইয়ের সংখ্যা ৩০ কোটি ৯৬ লাখের মতো। এর মধ্যে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত মাধ্যমিকের ১১ কোটি ১৭ লাখ ৮১ হাজার ২৪২টি পাঠ্যবই ছাড়পত্র বা সরবরাহ হয়েছে। তবে সরবরাহসহ ছাপা হয়েছে ১৪ কোটি ১৭ লাখ ৯৭ হাজার ৬৭৫টি। এর মানে হলো ১৯ কোটি ৭৮ লাখের মতো বই এখনও সরবরাহ হয়নি। আর ছাপার হিসাব করলে প্রায় পৌনে ১৭ কোটি বই ছাপা বাকি।

জানা গেছে, মাধ্যমিকে বেশি পিছিয়ে রয়েছে নবম শ্রেণির বই ছাপার কাজ। এই শ্রেণিতে মোট বইয়ের সংখ্যা ৬ কোটি ২৮ লাখের মতো। এর মধ্যে ছাপা হয়েছে ১ কোটি ৮১ লাখের কাছাকাছি।

তবে মাধ্যমিকের তুলনায় প্রাথমিকের ছাপা ও বিতরণের পরিস্থিতি ভালো। প্রাথমিকের মোট পাঠ্যবই ৯ কোটি ১৯ লাখের মতো। এর মধ্যে ছাড়পত্র হয়েছে ৭ কোটি ৩ লাখের বেশি। এখনও সোয়া ২ কোটি বই সরবরাহ হয়নি।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসান আমাদের সময়কে বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির সব বই দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর নবম শ্রেণির বই ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকের অধিকাংশ বই বিতরণ হয়ে গেছে। দশম শ্রেণির বইয়ের ছাপার কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে।

বই বিলম্বের কারণ হিসেবে চেয়ারম্যান বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এ বছর যারা দশম শ্রেণিতে উঠেছে, তাদের এখন বিভাগ-বিভাজন হচ্ছে। কেবল এই শিক্ষার্থীরা দশম শ্রেণির ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। এ জন্য এবার তাদের দশম শ্রেণিতে নতুন বই দেওয়া হচ্ছে।

তবে খোলাবাজারে বিনামূল্যের পাঠ্যবই কীভাবে চলে যাচ্ছে? প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক রিয়াজুল হাসান বলেন, বইগুলো মূলত দুই উপায়ে খোলা বাজারে যায়। এর মধ্যে প্রথমটি হলো উপজেলা শিক্ষা অফিস, দ্বিতীয়টি হলো কোনো কোনো প্রেস থেকে। তবে এর আগে যতগুলো ঘটনা প্রমাণ মিলেছে বেশির ভাগ ছিল উপজেলা শিক্ষা অফিসের। শিক্ষা অফিস মূলত বেশি বইয়ের চাহিদা পাঠায়। বই বিতরণের পর অতিরিক্ত বইগুলো খোলা বাজারের চক্রের কাছে বিক্রি করে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রেসগুলো অতিরিক্ত বই ছাপিয়ে খোলাবাজারে বাড়তি দামে বিক্রি করে। এই ঘটনার কয়েকটি প্রেসকে শোকজ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান।

রিয়াজুল বলেন, খোলাবাজারে বই বিক্রি করা আইনত দ-নীয় অপরাধ। যারা এসব কাজ করছে তাদের চিহ্নিত করতে কাজ করছে এনসিটিবি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এসব বই কীভাবে খোলাবাজারের যাচ্ছে তা তদন্ত করা হচ্ছে।

জানা গেছে, গত ২৩ জানুয়ারি ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শেরপুর উপজেলার ধাতিয়াপাড়া এলাকা থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের প্রায় ১০ হাজার বই জব্দ করেছে পুলিশ। মাধ্যমিকের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির ৯ হাজার বই ছিল।

এর আগে ২০ জানুয়ারি রাজধানীর বাংলা বাজারে অভিযান চালিয়ে পাঁচ হাজার বই জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে দুটি প্রিন্টার্স প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করে সতর্ক করা হয়। ওইদিন অভিযানে বাংলাবাজার বই মার্কেটের ২টি দোকান ও ১টি গোডাউনে সরকারি বই পাওয়া যায়।